বাদামি গাছফড়িং

যার ধানে যত পোকা
সে তত বেশি বোকা

আকৃতি ও জীবনবৃত্তান্ত

পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং প্রায় ৪ মিলিমিটার লম্বা এবং বাদামি রঙের হয়। এই পোকা পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় লম্বা পাখা ও ছোট পাখাবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীফড়িং পাতার খোল, পাতা ও পাতার মধ্যশিরার ভেতরে ডিম পাড়ে। চার থেকে নয় দিনের মধ্যে ডিম থেকে কিড়া বের হয়। প্রথম পর্যায়ে কিড়াগুলোর রঙ সাদা থাকে এবং পরে বাদামি আকার ধারণ করে। কিড়া থেকে পূর্ণবয়স্ক ফড়িংয়ের পরিণত হতে আবহাওয়াভেদে ১৪–২৬ দিন সময় লাগে।

ছোট পাখা ফড়িং

লম্বা পাখা ফড়িং

পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং প্রায় তিন সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে।

ক্ষতি

- বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয়েই ধানগাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায় ।
- সাধারণত কাইচ থোড়ের শুরু থেকে এ পোকার আক্রমণ দেখা যায় ।
- বোরো ও আমন মৌসুমে এ পোকার আক্রমণ দেখা যায় ।
- বিপুলসংখ্যক ফড়িং রস শুষে খাওয়ার ফলে হপার বার্ন বা ফড়িং পোড়ার সৃষ্টি হয় ।
- আর্দ্র ও ছায়াযুক্ত স্থান এবং জমিতে পানি জমে থাকলে আক্রমণ বেশি হয়।

বাদামি গাছফড়িং আক্রান্ত ক্ষেত

দমন পদ্ধতি

- আলোকফাঁদ ব্যবহার করা ।
- জমিতে রোপণের দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়া ।
- জমে থাকা পানি সরিয়ে দেয়া ।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা ।
- আগাম জাত ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ধানের জাতের চাষ করা (ব্রি ধান৩৫) ।
- জমির অধিকাংশ গাছে যদি ২–৪টি পেট মোটা ডিমওয়ালা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী বাদামি গাছফড়িং বা ৮–১০টি কিড়া উভয়ই দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।
- জমির অধিকাংশ গাছে অন্তত একটি মাকড়সা দেখা গেলে কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ মাকড়সা বাদামি গাছফড়িং খেয়ে ধ্বংস করে।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য :
ড. মাইনুল হক, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর ১৭০১, ই-মেইল : brrihq@bdonline.com

সহযোগিতায় : FoSHoL প্রকল্প, অর্থায়নে : EC এবং IRRI

বাদামি ও সাদা-পিঠ গাছফড়িং

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন ।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- নিয়মিত ধান ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছিলে (ক্ষেতের অধিকাংশ গাছে চারটি ডিমওয়ালা পেট মোটা পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা গাছ ফড়িং বা উভয়ই) পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন। তবে কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্যান্ড নাম	
পাইমেট্রোজিন	চ্রেনাম ৫০ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.২ কেজি
এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.৩ কেজি
ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০এসএল	১২৫ এমএল
এবামেক্টিন	সানমেক্টিন ১.৮ইসি	১.০ লিটার
এসিফেট	এসাটাফ ৭৫এসপি	৭৫০ গ্রাম
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০এসপি	৫০ গ্রাম
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.০ লিটার
থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ডব্লিউজি	৬০ গ্রাম

পাতা মোড়ানো পোকা

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- ইউরিয়া সারের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করুন।
- জমিতে শতকরা ২৫ ভাগ পাতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন ।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫এসপি	১.৭ কেজি
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার
অাইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ডব্লিউপি	১.১২ কেজি

মাজরা পোকা

- মাজরা পোকার ডিমের গাদা সংগ্রহ করে নষ্ট করে ফেলুন।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদের সাহায্যে মথ আকৃষ্ট করে মেরে ফেলুন।
- ধান কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন।
- ক্ষেতে মরা ডিগ শতকরা ১০-১৫ ভাগ অথবা মরা শিষ শতকরা ৫ ভাগ পাওয়া গেলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
থায়ামেথোক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল	ভিটাকো ৪০ডব্লিউজি	৭৫ গ্রাম
কার্টাপ	সানটাপ ৫০এসপি	১.৪ কেজি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ইসি	১.৫ লিটার
ক্লোরপাইরিফস	ডার্সবান ২০ইসি	১.০ লিটার
ফ্লুবেনডিয়ামাইড	বেল্ট ২৪ ডব্লিউজি	২০০ গ্রাম

শিষ কাটা লেদা পোকা

- ধান কাটার পর জমি চাষ দিয়ে বা নাড়া পুড়িয়ে জমিতে লুকিয়ে থাকা কীড়া ও পুতলি মেরে ফেলুন, যার ফলে পরবর্তী মৌসুমে পোকার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।
- জমিতে পার্চিং করুন।
- দিনের আলোতে লুকিয়ে থাকা পোকাগুলো সন্ধ্যায় ধান গাছে দেখা গেলে ঐ সময় কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে পার্শ্বে উল্লিখিত অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করুন।

কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
কার্বারিল	সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি	১.৭০ কেজি

ধানের বাদামি গাছফড়িং দমনে করণীয়

চলতি রোপা আমন মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ধানের জমিতে বাদামি গাছফড়িং এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে (চিত্র-১)। বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছ ফড়িং উভয়ই ধান গাছের গোড়ায় বসে রস শুষে খায় (চিত্র-২)। এক সাথে অনেক গুলো পোকা রস শুষে খাওয়ার ফলে গাছ প্রথমে হলদে ও পরে শুকিয়ে মারা যায় এবং দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর এ ধরনের ক্ষতিকে 'হপার বার্ন' বা 'ফড়িং পোড়া' বলে (চিত্র-৩)। ধানের শীষ আসার সময় বা তার আগে 'হপার বার্ন' হলে কোন ফলনই পাওয়া যায় না। কৃষক এই পোকার আক্রমণ সনাক্ত করার আগেই অধিকাংশ মাঠের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট করে ফেলে। জলাবদ্ধ এলাকায় অনুকূল পরিবেশ থাকায় আমন ধানে বাদামী গাছফড়িং এর ব্যাপক বংশবিস্তার হয় যা পরবর্তীতে আশে পাশের ধান ক্ষেতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

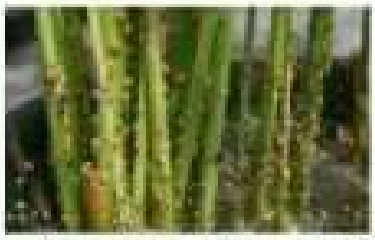

চিত্র-১: ধান গাছে বাদামি গাছফড়িং চিত্র-২: পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং চিত্র-৩: বাদামী গাছফড়িং আক্রান্ত ক্ষেত (হপার বার্ন)

এই পোকার হাত থেকে ধান ফসল রক্ষার জন্য-

- আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- জমিতে পোকা বাড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে জমে থাকা পানি সরিয়ে ফেলুন।
- উর্বর জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করবেন না।
- পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির হার প্রায় পৌঁছলে (প্রতিটি গোছায় ৪টি ডিমওয়ালা স্ত্রী পোকা বা ১০ টি বাচ্চা বাদামী গাছ ফড়িং বা উভয়ই) নিম্নলিখিত তালিকার যেকোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার করুন। কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা	কীটনাশক		প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
	জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	
বাদামী গাছ ফড়িং	পাইমেট্রোজিন	প্লিনাম ৫০ ডব্লিউজি	৪০০ গ্রাম
	থায়ামেথোক্সাম	একতারা ২৫ ডব্লিউজি	৬০ গ্রাম
	এমআইপিসি	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১.৩ কেজি
	ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১২৫ এমএল
	এবামেকটিন	[illegible] ১.৮ ইসি	১.০ লিটার
	এসিফেট	এসাটাফ ৭৫ এসপি	৭৫০ গ্রাম
	এসিটামিপ্রিড	[illegible] ২০ এসপি	৫০ গ্রাম
	কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১.০ লিটার

uao.barhatta

কীটতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট